শিরোনাম: সূরা জিন-এর ৭ গায়েবি চাল —

যে সাধনা করলে জিন আর শয়তান আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

সূরা জিন-এর ৭ গায়েবি ঢাল — যে সাধনা করলে জিন আর শয়তান আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না

ভূমিকা

মানুষ যা দেখে, তা–ই বিশ্বাস করে। কিন্তু যা দেখা যায় না, তা–ই সবচেয়ে প্রভাবশালী। জিনেরা আমাদের মতো দেহ নয়, কিন্তু তারা আমাদের ঘরে থাকে, আমাদের ওপর নজর রাখে, আমাদের ঘুম, দুঃস্বপ্ন, ভয়, হতাশা—সবকিছুতেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, যাদের ওপর এই অদৃশ্য সত্তাগুলো কোনোদিন প্রভাব ফেলতে পারে না। কারণ তাদের রুহের চারপাশে থাকে আল্লাহর কালামের নূর-ঢাল, এমন এক সুরক্ষা-প্রাচীর, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অদৃশ্য জগতের প্রতিটি সত্তা তা দেখে ভয় পায়। এই ঢাল তৈরি হয় সূরা জিনের মাধ্যমে। কিন্তু শুধু তিলাওয়াত দ্বারা নয়—একটি নির্দিষ্ট রুহানী সাধনার মাধ্যমে, যা সাত স্তরে ঢাল তৈরি করে এবং অদৃশ্য আক্রমণগুলোকে আটকে দেয়। আজ আমি সেই অদৃশ্য ঢালের রহস্য খুলে দিচ্ছি—যেখানে শুধু তাফসির নয়, বাস্তব রুহানী প্রক্রিয়া লুকিয়ে আছে। আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, Tilismati Duniya থেকে আজ তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সেই দরজার দিকে, যা দেখা যায় না, কিন্তু খুলে গেলে সুরক্ষা দেয়; যা শোনা যায় না, কিন্তু রুহকে রক্ষা করে; যা কেউ পরাতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ নিজেই পরিয়ে দেন।

অধ্যায় ১: সূরা জিন — অদৃশ্য জাতির মুখোমুখি হওয়ার সূরা

কুরআনে বহু সূরা শিক্ষা দেয়, শোকর শেখায়, ইমান শক্তিশালী করে; কিন্তু সূরা জিন মানুষের জন্য একটি সতর্কবাণী। এখানে মানুষ নয়, কথা বলছে জিনেরা। তারা বলছে কিভাবে তারা কুরআন শুনে পরিবর্তিত হয়েছে,

কিভাবে তারা মানুষের ওপর আক্রমণ চালায়, কিভাবে কিছু মানুষকে তারা অনুসরণ করে, আবার কিছু মানুষকে একেবারেই স্পর্শ করতে পারে না। এই সূরায় আল্লাহ জিনদের বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন—যাতে মানুষ অদৃশ্য জগতকে মজা বলে না নেয়। আর এই সূরাতেই গোপন আছে সেই সুরক্ষা-কোড, যা সাত স্তরে সক্রিয় হলে মানুষ হয়ে যায় জিন-অপ্রবেশ্য।

অধ্যায় ২: কীভাবে কাজ করে গায়েবি ঢাল

এই ঢাল কোনো ধাতব লকেট নয়, কোনো লিখিত তাবিজ নয়, কোনো যাদু নয়। এটি হলো আল্লাহর কালাম থেকে তৈরি নূর-সংরক্ষণ প্রাচীর, যা রুহের চারপাশে ঘিরে থাকে। জিনেরা মানুষের দেহ নয়, বরং রুহে আক্রমণ করে। তাই শরীরকে সুরক্ষিত করলেই জিন যাবে—এই ধারণা ভুল। এই ঢাল স্থাপন হয় রুহ-স্তরে। যখন সূরা জিনের আয়াত হৃদয় থেকে তিলাওয়াত হয়, নিশ্বাসে প্রবাহিত হয়, আর রুহে স্থির হয়—তখন ঢাল তৈরি হয়। জিন এসে দাঁড়ালেও এগোতে পারে না, কারণ আল্লাহর হেফাজত তাদের জন্য নিষিদ্ধ দরজা বানিয়ে দেয়।

অধ্যায় ৩: সাত স্তরের ঢাল কেন প্রয়োজন

জিন আক্রমণ একমুখী নয়। কখনো সরাসরি দেহে চাপ সৃষ্টি করে, কখনো মানসিক ভয় তৈরি করে, কখনো স্বপ্নে দখল নেয়, কখনো ঘরের ওপর প্রভাব ফেলে, কখনো রিজিকে ক্ষতি করে, কখনো মানুষের নিয়তিকে বিপথে ঠেলে দেয়।

তাই সূরা জিনের সুরক্ষা একক প্রাচীর নয়, বরং সাত স্তরের ঢাল। প্রতিটি স্তর এক একটি অদৃশ্য আক্রমণের দরজা বন্ধ করে দেয়।

- এক স্তর মানসিক আক্রমণ ভাঙে

- এক স্তর দেহের চাপা বসা ঠেকায়
- এক স্তর ঘরের ছায়া আক্রমণ থামায়
- এক স্তর রিজিকের ওপর তান্ত্রিক ক্ষতি ভাঙে
- এক স্তর পরিবারকে নজর ও জিন-প্রভাবে নিরাপদ করে
- এক স্তর ভাগ্য ও নিয়তির দুর্ঘটনা ঠেকায়
- অন্য স্তর রুহ স্পর্শ প্রতিরোধ করে

এটি কোনো কল্পকাহিনি নয়—যারা এই ঢালের প্রভাব দেখেছে, তারা জানে অদৃশ্য নিরাপত্তা কেমন অনুভূত হয়।

অধ্যায় ৪: কেন শুধু পড়লে কাজ হয় না, কিন্তু সাধনায় কাজ হয়

অনেকে সূরা জিন পড়ে, কিন্তু তারা ঢাল পায় না। কারণ তারা তিলাওয়াত করে, স্থাপন করে না। পড়া ও প্রয়োগ – এ দুটো আলাদা বিষয়। রুহকে সুরক্ষিত করার জন্য আয়াতকে রুহে ঢোকাতে হয়, শুধু কানে নয়। আয়াত শব্দ, কিন্তু রুহ শব্দ বোঝে না – রুহ বোঝে কম্পন, নিয়ত, শান্তি, বিনয়। তাই আয়াতকে সক্রিয় করতে হয় নিশ্বাস, নীরবতা ও গভীর একাগ্রতার সঙ্গে। এ কারণেই এই সাধনা দুনিয়ার সবচেয়ে শান্ত সময়, রাতের নির্জনতায় করা হয়।

অধ্যায় ৫: জিন আক্রমণের বাস্তব ধরন

জিনদের আক্রমণ সবসময় ঝড়ের মতো আসে না। কখনো হয় হঠাৎ ঠান্ডা অনুভব, কখনো মাথায় চাপ, কখনো কারণ ছাড়া ভয়, ঘুমে চাপা পড়া, বুক ভার হয়ে থাকা, কানে আওয়াজ শোনা। কখনো ঘরে অদৃশ্য অস্থিরতা, সন্তানদের কান্না, স্বপ্নে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা—এসবই আক্রমণের চিহ্ন। এবং

এসবকে সাধারণ মানুষ মানসিক সমস্যা ভেবে ভুল করে। কিন্তু যখন সূরা জিনের ঢাল রুহে বসে যায়, এইসব আক্রমণ দাঁড়াতেই পারে না। কারণ ঢাল বাঁধা থাকে বাইরের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য নয়, ভেতরের দরজা বন্ধ করার জন্য। যদি রুহের দরজা খোলা থাকে, শরীরের দরজা বন্ধ করেও লাভ নেই।

অধ্যায় ৬: সূরা জিনের নূর-ঢাল সক্রিয় করার পূর্ণ রুহানী সাধনা

এই সাধনার নাম – নাইট ব্রেথ শিল্ড অ্যাক্টিভেশন।
এটি ২১ দিন ধারাবাহিক করতে হয়।
সময়: রাত ১২:৩০ থেকে ২:০০ এর মধ্যে।
স্থান: সম্পূর্ণ নিঃশব্দ অন্ধকার ঘর।
অবস্থা: অজু সহ পবিত্র দেহ, শান্ত মন, কোনোরূপ ভয় নয়।

প্রথম ধাপ: নিয়ত করা
চোখ বন্ধ করে অন্তরে বলবে –
“হে আল্লাহ, অদৃশ্য শক্তি থেকে আমাকে, আমার ঘরকে এবং আমার নিয়তিকে রক্ষা করো। আমি তোমার কালামের নূর দিয়ে ঢাল গড়ছি।”

দ্বিতীয় ধাপ: শ্বাস স্থাপন
নাকে ৪ সেকেন্ড শ্বাস নাও
৪ সেকেন্ড থামাও
মুখ দিয়ে ৬ সেকেন্ড ছাড়ো
এই চক্র ৭ বার করো।
এতে শরীর নয়, রুহ জাগে।

তৃতীয় ধাপ: সূরা জিন সম্পূর্ণ তিলাওয়াত
শব্দ ধীরে, নিয়ন্ত্রিত, ভয়ের বা তাড়াহুড়ার নয়।

তিলাওয়াত হবে শ্রদ্ধা ও আস্থাসহ।

চতুর্থ ধাপ: পাঁচ নির্বাচিত আয়াত রুহে ঢোকানো
এবার সূরা জিনের পাঁচ আয়াত – ১, ৬, ১৩, ২৬, ২৮ –
মুখে উচ্চারণ ছাড়া, নিশ্বাসে পড়া হবে।
প্রতি আয়াত ৭ বার
কিন্তু নীরবে, অন্তরে, শ্বাসের ভেতর ফিসফিস অশ্রাব্য তিলাওয়াতের মতো।
এতে আয়াত রুহে ইনস্টল হয়।

পঞ্চম ধাপ: ঢাল অনুভব
চোখ বন্ধ করে ২ মিনিট স্থির থাকবে।
নিজেকে কল্পনা করবে – ঘন আলোর একটি প্রাচীর চারদিকে উঠে এসেছে।
বিশ্বাস করবে — এখন অদৃশ্য শক্তি আর কাছে আসতে পারবে না।

ষষ্ঠ ধাপ: ঘোষণা
অন্তরে বলবে –
"আমি আল্লাহর সুরক্ষায় ঢেকে গেলাম।
সূরা জিনের নূর আমার চার দিক সিল করে দিলো।"

সপ্তম ধাপ: সমাপ্ত দোয়া
হে আল্লাহ, এই ঢালকে স্থায়ী করে দাও, আমার পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করো, অদৃশ্য ক্ষতি, নজর, তন্ত্র ও জিনের প্রভাব আমার জীবন থেকে সরিয়ে দাও।

এই সাধনা টানা ২১ দিন করলে ঢাল স্থাপিত হয়।
এরপর মাসে একদিন করলে ঢাল সক্রিয় থাকে।

অধ্যায় ৭: ঢাল কার ওপর কাজ করে, কার ওপর করে না

এই ঢাল সবার জন্য নয়।
যে ব্যক্তি হারাম খাদ্য খায়, বদনিয়ত রাখে, বিশ্বাসহীনভাবে আমল করে, অহংকারে ভোগে—এই ঢাল তার কাছে স্থির থাকে না।
ঢাল কাজ করে তাদের জন্য—যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, রুহকে পরিষ্কার রাখতে চায়, গায়েবি জগতকে তুচ্ছ করে না।
রুহ যদি অন্ধকারে ডুবে থাকে, নূরের ঢাল বসে না।

অধ্যায় ৮: ঢালের সক্রিয়তার লক্ষণ

ঢাল বসে গেলে প্রথমে ভয় কমে যায়।
তারপর ঘুম স্বাভাবিক হয়।
দুঃস্বপ্ন হারিয়ে যায়।
বুকে চাপা পড়া বন্ধ হয়।
ঘরে অস্থিরতা ও ভারী পরিবেশ কেটে যায়।
স্বপ্নে নূর দেখা যায়, নামাজে মনোযোগ বাড়ে, মুখে টক্কর লাগা হঠাৎ বন্ধ হয়।
সবচেয়ে বড় লক্ষণ: আপনি জানবেন না ঢাল আছে, কিন্তু জিনেরা জানবে।

অধ্যায় ৯: ঢালের ভুল ব্যাখ্যা ও বিপদ

অনেকে এটিকে তাবিজ ভাবে, কেউ লকেট ভাবে, কেউ ভাবে এটি বাজারে বিক্রি করা যায়। এটি হলো শরীরের বস্তু নয় — রুহের অবস্থান।
এটি বিক্রি করা যায় না, কারও গলায় ঝোলানো যায় না, কারও দোকানে বানানো যায় না।
যারা এর নামে তাবিজ বা টাকা নেয় — তারা নিজেরাও ঢালহীন।
ঢাল আল্লাহর পক্ষ থেকে — বানানোর বিধান আছে, বেচাকেনার অনুমতি নেই।

অধ্যায় ১০: শেষ যুগে এই ঢালের প্রয়োজন কেন আরও বেশি

আগের যুগে শত্রু দৃশ্যমান ছিল।
এখন শত্রু অদৃশ্য।
আগে আক্রমণ ছিল শরীরে, এখন আক্রমণ রুহে।
তাই সুরক্ষা এখন দেহ নয় — আত্মায় চাই।
কালো জাদু, মানসিক আক্রমণ, অসংখ্য মানুষে ভয়, স্কুলের বাচ্চাদের দুঃস্বপ্ন, ঘরভর্তি নেতিবাচক শক্তি — এগুলো শুধু মানসিক সমস্যা নয়, অদৃশ্য জগতের প্রকৃত আক্রমণ।
আর সেই আক্রমণকে আটকে দেবে সূরা জিনের সাত স্তরের নূর-ঢাল।

উপসংহার

তুমি জেনে গেলে—জিনকে ভয় না করে, জিনের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত হওয়া যায়।
তুমি জেনে গেলে—সূরা জিন শুধু পাঠের সূরা নয়, প্রতিরক্ষা-কোড।
এখন প্রশ্ন: তুমি কি শুধু জ্ঞান নিয়ে ভিডিও বন্ধ করবে, নাকি আজ রাতেই নূর-ঢাল সক্রিয় করতে উঠবে?

আল্লাহর কালাম মুখে রাখার জন্য নয় — রুহে রাখার জন্য। ঢাল তৈরি হয় শব্দে নয় — বিশ্বাসে।
আজ যদি তুমি ঢাল তৈরি না করো, কাল তোমাকে ঢাল কেউ দিতে পারবে না।

মেগা ক্লাস ঘোষণা: সূরা জিন – ৭ স্তরের রুহানী ঢাল গঠনের পূর্ণ কোড

এই ক্লাসে শেখানো হবে—

১. সূরা জিনের আয়াতভিত্তিক হিফাজত মানচিত্র
২. সাত স্তরের ঢালের সম্পূর্ণ রুহানী তত্ত্ব
৩. নাইট ব্রেথ শিল্ড অ্যাক্টিভেশন – গভীর প্রশিক্ষণ
৪. অদৃশ্য আক্রমণ শনাক্ত করার কৌশল
৫. জিন-কমান্ডার স্তরের আক্রমণ ভাঙার পদ্ধতি
৬. রিজিক, পরিবার, ঘর—তিন পর্যায়ে সুরক্ষা স্থাপন
৭. মানসিক আক্রমণ প্রতিরোধের রুহানী ব্যারিয়ার
৮. বংশগত নজর ও তন্ত্র ভাঙার আয়াত-কোড
৯. ঘরে নূর জাগানোর স্থায়ী প্রয়োগ
১০. দুঃস্বপ্ন ও শয়তানি স্বপ্ন বন্ধের রাহ
১১. পরিবারের জন্য ঢাল-শেয়ার করার শরিয়াহ অনুমোদিত কায়দা
১২. চূড়ান্ত Seal Amal — সূরা জিন + সূরা ইখলাস কম্বিনেশন

যারা মনে করেন অদৃশ্য জগতের আক্রমণ মিথ্যা — তারা কেবল আঘাত পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। যারা সুরক্ষা শেখে — তারা আল্লাহর নিরাপত্তায় চলে যায়।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732